STEPPING STONE SCHOOL (HIGH)

Class- IV

Subject- 2nd Language (Bengali)

Time- 30 minutes

Topic- prose

Date- 01/07/2020

Worksheet- 28

নিচে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর লেখো। 2nd language বাংলার জন্য তোমাদের দুটি খাতা হবে, একটি টেক্সট বই-এর জন্য এবং অন্যটি ব্যাকরণের জন্য। দুটি খাতাই হবে দু-দিকে single ruled খাতা। আজকের বিষয়টি তোমরা টেক্সট বই এর জন্য যে খাতা সেই খাতায় লিখবে। লেখা শুরুর সময় পৃষ্ঠার উপরে অবশ্যই ওয়ার্কশীট নম্বর এবং তারিখ দেবে। তোমরা Blue gel পেন দিয়ে লিখবে। লেখা যাতে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হয় সে বিষয়ে যত্নবান হবে। খাতার প্রথম পৃষ্ঠার সূচিপত্রটি অবশ্যই পূরণ করবে।

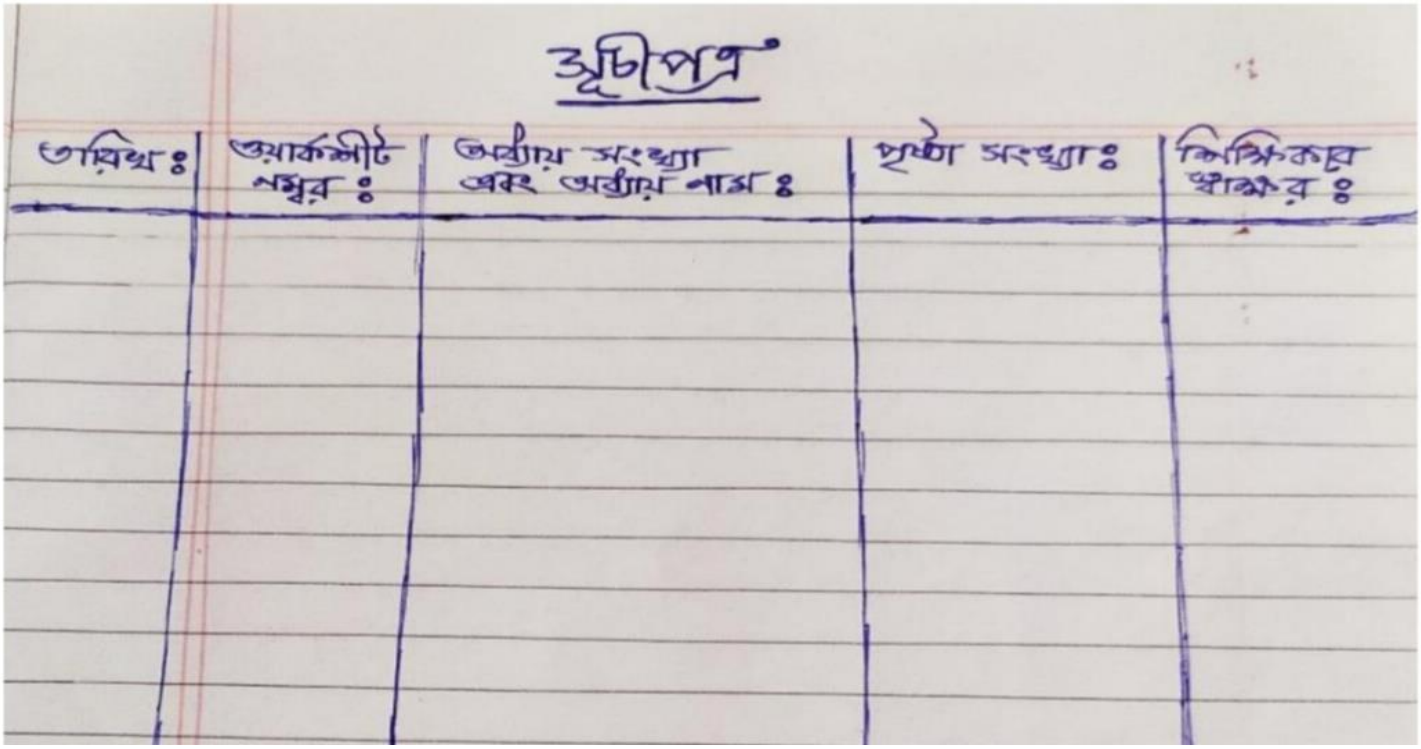

আজ আমরা পড়বো তোমাদের টেক্সট বই অর্থাৎ 'সঞ্চয়িতা' বইয়ের তৃতীয় গদ্য ক্ষিতিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের লেখা 'পিঁপড়েদের কথা'-র শেষ অংশ।

"শুধু কি এই? পিঁপড়েদের..."থেকে"...এরা কতটা উন্নত স্তরের প্রাণী", পর্যন্ত। পৃষ্ঠা-২২.

পিঁপড়েদের কথা

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

শুধু কি এই? পিঁপড়েদের 'গোরু'-র কথা শুনেছ? আমরা যেমন টাটকা দুধ পাবার জন্য গোরু পুষি, কোনো কোনো পিঁপড়েও সেই রকম এক জাতের পোকা পোষে। কপি, মুলো প্রভৃতি গাছে এ রকম ছোট্ট ছোট্ট পোকা তোমরা দেখেও থাকবে। এগুলোকে এক জাতের গেছো-উকুন বলতে পারো। ইংরেজিতে এদের বলে অ্যাফিড। পিঁপড়েরা এইসব পোকার ডিম সংগ্রহ করে নিয়ে আসে তাদের বাড়িতে, তারপর ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুলে সেগুলিকে পরম যত্নে লালনপালন করে। এই পোকাগুলির শরীরের পেছন দিকে থাকে দুটি নল। নলের তলায় সুড়সুড়ি দিলে নল দিয়ে এক রকম মিষ্টি রস বেরিয়ে আসে। পিঁপড়েরা দুধ দোয়ার মতো করে সেই রস বার করে নিয়ে খায়। মেজর হিংস্টন নামে এক কীটবিজ্ঞানী পিঁপড়েদের এই গোরুর সম্বন্ধে অনেক তথ্য বার করেছেন।

পিঁপড়েরা নাকি এই সব 'গোরুর' জন্য ঘাস বুনে সেলাই করে 'গোয়াল ঘর' বানিয়ে দেয় আর মানুষ-রাখালের মতো একদল পিঁপড়ে-রাখালের ওপর ভার থাকে এদের চরাবার। একবার হিংস্টন সাহেব দেখেন, এক পিঁপড়ের গ্রামে এই রকম এক 'গোয়াল-ঘর' কি করে ভেঙে গেছে আর গোরুগুলি পিল-পিল করে পালিয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে একপাল ষণ্ডা ষণ্ডা পিঁপড়ে-রাখাল ছুটে এসে তাদের পথ আগলে দাঁড়াল, আর তাড়া দিয়ে ফের সবাইকে গোয়ালে পুরে দিল। 'শ্রমবিভাগ' বলে সেই যে একটা কথা আছে না,— পিঁপড়েদের মধ্যেও তা দেখা গেছে। সৈন্য-পিঁপড়ে, পাহারাওয়ালা-পিঁপড়ে, মিস্ত্রি-পিঁপড়ে, মজুর-পিঁপড়ে, চাষি-পিঁপড়ে— এ রকম কত কী!

চাষি-পিঁপড়ে? হ্যাঁ, কোনো কোনো জাতের পিঁপড়ে নাকি চাষ-আবাদ করতেও জানে! নানা রকম বীজ কুড়িয়ে এনে তারা ঘরের আশেপাশে পুঁতে দেয়, গাছ গজালে তার যত্ন আত্তি করে, শেষে সেই 'খেতে' ফসল ফললে তা তুলে এনে ঘরে মজুত করে। পিঁপড়েদের এই 'খেতখামার' থেকেই বোঝা যায় পোকা-মাকড়ের রাজ্যে এরা কতটা উন্নত স্তরের প্রাণী।

এসো এবার আমরা বুঝে নিই আলোচ্য অংশটির মাধ্যমে লেখক কি বোঝাতে চেয়েছেন।

মূল বক্তব্য:-

পিঁপড়েদের মধ্যে 'গরু'ও আছে। মানুষ যেমন দুধ পাবার জন্য গোরু পোষে, কোনো কোনো পিঁপড়েও সেইরকম এক জাতের পোকা পোষে। যে গুলির নাম 'অ্যাফিড'। এই পোকাগুলির শরীরের পিছনের দিকে থাকে দুটি নল, সেই নল দিয়ে এক প্রকার মিষ্টি রস বেরিয়ে আসে। পিঁপড়েরা নাকি এইসব গরুর জন্য গোয়াল ঘরও বানায়। আবার একদল রাখাল পিঁপড়ের উপর এই গরু পিঁপড়ে গুলোর চরানোর দায়িত্ব থাকে। এছাড়াও পিঁপড়েদের মধ্যে সৈন্য পিঁপড়ে, পাহারাওয়ালা পিঁপড়ে, মিস্ত্রি পিঁপড়ে, মজুর পিঁপড়ে, চাষী পিঁপড়ে ইত্যাদি শ্রমবিভাগও দেখা যায়। চাষী পিঁপড়েরা বীজ কুড়িয়ে এনে গাছ বোনে এবং সেই ক্ষেতে যে ফসল ফলে তা ঘরে তুলে এনে মজুত করে। সুতরাং পিঁপড়েরা পতঙ্গ হয়েও মানুষের মতোই একটা উন্নত স্তরের প্রাণী।

এবার আমরা গল্পের যে অংশটি পড়লাম তার অন্তর্গত কিছু শব্দার্থ ও বানান দেখে নেবো।

শব্দার্থ:-

দস্তুরমতো- রীতিমতো

গোয়ালঘর- গরু থাকার ঘর

রাখাল- যে গরু চরায়

মজুত- জমা

খুঁটিনাটি- ছোটখাটো বিষয়

বানান:-

কীটবিজ্ঞানী

মুহূর্ত

যত্ন

সম্বন্ধে

সংগ্রহ

এবার তোমরা উপরের এই শব্দার্থ ও বানান গুলি মুখস্থ করে নির্দিষ্ট খাতায় লেখো।